ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৮৯ ● কলকাতা ● ১৯ চৈত্র, ১৪৩১ ● বুধবার ● ০২ এপ্রিল ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

মোথাবাড়ি কাণ্ডে কাঁথিতে মিছিলে 'না' পুলিশের, হাই কোর্টের দ্বারস্থ বিজেপি

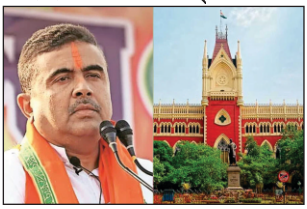

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

গোষ্ঠী সংঘর্ষ সম্প্রতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল মালদহের মোথাবাড়ি এলাকা। সেই ইস্যুর প্রতিবাদে একাধিক কর্মসূচি নিচ্ছেন রাজ্যের বিজেপি নেতারা। মোথাবাড়ি কাণ্ডের প্রতিবাদে মঙ্গলবার কাঁথিতে মিছিল করতে চেয়েছিল বিজেপি। কিন্তু পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় এবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ বিজেপি নেতৃত্ব।প্রসঙ্গত,

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

ইদে ববির বাড়িতে অভিষেক, তৃণমূলের ভিতরে রোমহর্ষক সব আলোচনা চলছে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

মহা নাগরিক ফিরহাদ হাকিমের বাড়িতে বড় দাওয়াত থাকে। এবারও ছিল। সোমবার সন্ধেয় সমাজ মাধ্যমের পাতায় পাতায় তার ঝলক দেখা গিয়েছে। আলোর রোশনাই, খাওয়া দাওয়া আর অতিথি অভ্যাগতদের জমকালো উপস্থিতিতে জমজমাট পরিবেশ। কালীঘাটের ঘনিষ্ঠ তৃণমূলের এক নেতার কথায়, এটা সত্যিই নয়া সখ্য, নাকি নিছক সৌজন্য তা স্পষ্ট হতে সময় লাগবে। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটেই ফিরহাদ হাকিমের মেয়েকে প্রার্থী করার ব্যাপারে একটা আলোচনা শুরু হয়েছিল। এমনকি এক সময়ে এই আলোচনাও ছিল যে বসিরহাট লোকসভা আসনে তাঁকে প্রার্থী করা হতে পারে। কিন্তু দেখা যায়, ১০ মার্চ প্রার্থী ঘোষণার ঠিক ৩৬ ঘণ্টা আগে দেগঙ্গার অসুস্থ বিধায়ক হাজি নুরুল ইসলামকে ওয়ার্ম আপ করতে বলা হয়। তার পর বসিরহাটে তাঁকেই প্রার্থী করে তৃণমূল। হাজি নুরুলের মৃত্যুর

এরপর ৩ পাতায়

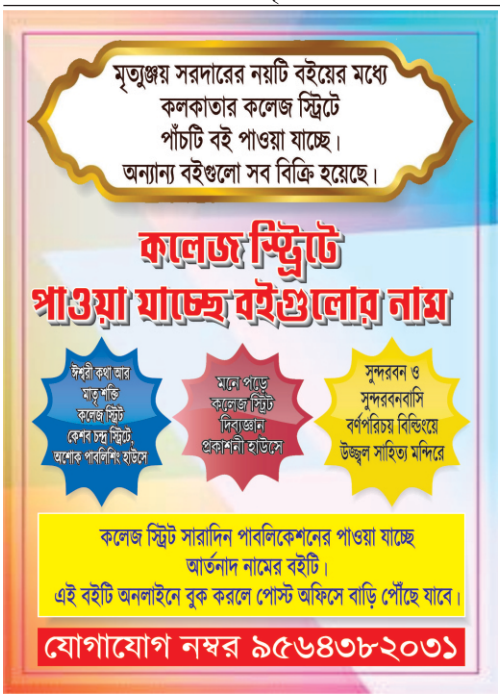

দলীয় পদ ছাড়লেন কুমারগ্রামের বিজেপি বিধায়ক!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আলিপুরদুয়ার: বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল চরমে! এবার সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দলের সব পদ ছাড়লেন কুমারগ্রামের বিজেপি বিধায়ক মনোজকুমার ওঁরাও। নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানিয়ে পোস্ট করেছেন বিজেপি বিধায়ক। সূত্রের খবর, জেলা সভাপতি নিয়ে বিরোধের জেরে ফেসবুকে এই পোস্ট। তবে বিষয়টি নিয়ে বিধায়ককে ফোন করা হলেও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।রাজ্যজুড়ে জেলা সভাপতি বদলের প্রক্রিয়া চালাচ্ছে বিজেপি। কিন্তু আলিপুরদুয়ারের জেলা সভাপতি এখনও বদল হয়নি। পদের দৌড়ে ছিলেন মনোজ ওঁরাও। কিন্তু তাঁকে পিছনে ফেলে জেলার সহ সভাপতি মিঠু দাস অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন বলে খবর বিজেপি সূত্রে খবর। সভাপতি পদে মনোজের বসার আর কোনও সুযোগ নেই বুঝতে পেরেই দলীয় পদ ছাড়ার পোস্ট করেছেন বলে দলীয় সূত্রে খবর। এ প্রসঙ্গে জেলা বিজেপি কার্যালয়ের সম্পাদক শংকর সিনহা জানান, "উনি স্ত্রীয়ের চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়িতে রয়েছেন। ফিরলে জানতে পারব, কেন এমনটা করলেন তিনি। তবে জেলা সভাপতি পদ নিয়ে আমাদের দলের অন্দরে কোনও কোন্দল নেই।"সোশাল মিডিয়ায় মনোজকুমার ওঁরাও লেখেন, 'শুভেন্দু অধিকারী ও দিলীপ ঘোষ বাংলায় পরিবর্তন আনতে জান প্রাণ লাগিয়ে দিচ্ছে। কয়েকজন নেতৃত্ব ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে উঠে পরে লেগেছে। কিন্তু কয়েকজন সাধারণ কর্মীদের ভাবাবেগে আঘাত করে ও তাদের পছন্দের বিরুদ্ধে চাটুকারিকেই প্রধান্য দিচ্ছে। আলিপুরদুয়ার জেলায় নির্বাচনে দলের রেজাল্ট খারাপ হলে এর দায় তাদেরই নিতে হবে।' তিনি আরও লেখেন, 'এই পরিবেশে দলের কোনও দায়িত্বে থাকতে পারছি না। তাই সব দলীয় পদ থেকে অব্যহতি নিলাম। একজন সাধারণ কর্মী হিসাবে বিজেপিতে থাকব।' উল্লেখ্য, দলের সাধারণ সম্পাদক পদে রয়েছেন কুমারগ্রামের বিজেপি বিধায়ক।

ভয়ের পরিবেশ তৈরির চেষ্টা', পাথরপ্রতিমা বিস্ফোরণে NIA তদন্তের দাবি দিলীপের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

পাথরপ্রতিমা বিস্ফোরণ নিয়ে তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি। ঘটনার পর থেকেই প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিরোধী দলগুলো। মঙ্গলবার সকালে গোটা ঘটনায় সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে এনআইএ তদন্তের দাবি জানালেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। এদিকে পর্যাপ্ত তদন্ত চেয়ে আগেই অমিত শাহকে চিঠি দিয়েছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।সোমবার রাতেই এবিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দ্বারস্থ হন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এনআইএ তদন্তের দাবি করেন তিনি। মঙ্গলবার সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে এবিষয়ে মুখ খুললেন

এরপর ৪ পাতায়

ভূতুড়ে' ভোটার ইস্যুতে তৃণমূলের পালটা, মিছিলে পুলিশ অনুমতি না মেলায় হাই কোর্টে বিজেপি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভোটার তালিকা নিয়ে এবার রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়েছে বিজেপি। এর আগে তৃণমূলও ভোটার তালিকা সংশোধনে নির্বাচন কমিশনের উপর চাপ সৃষ্টি করতে মিছিল করেছে। এবার তেমনই মিছিলের পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু পুলিশের অনুমতি মেলেনি। সেই কারণে এবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হল বিজেপি। মঙ্গলবার মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ।তৃণমূলই প্রথম ভোটার তালিকার কারচুপি নিয়ে সরব হয়েছিল। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছিলে, ভিনরাজ্যের 'ভূতুড়ে' ভোটারদের তালিকায় ঢোকানো হয়েছে। এছাড়া একই এপিক নম্বরে একাধিক নাম নিয়ে যে সমস্যা থাকছে, তা চিহ্নিত করে প্রথম তৃণমূলই। এনিয়ে সংসদেও সরব হন তৃণমূল সাংসদরা। বারবার আলোচনার প্রস্তাব খারিজ হওয়ায় প্রতিবাদও দেখান তাঁরা। এ রাজ্যের শাসকদলের চাপে পড়ে ভোটার তালিকা সংশোধনের পথে হাঁটে নির্বাচন কমিশন। আগামী ৬ মাসের মধ্যে তালিকা সংশোধন হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন কমিশনের কর্তারা। এবার বিজেপিও সেই ইস্যুতে পথে নামছে। আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে মিছিল করে বস্তুত তৃণমূলের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে চাইছে গেরুয়া শিবির। আগামিকাল, ২ এপ্রিল মামলার শুনানি হবে।

বুধবার দুপুর ২টো থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কলেজ স্কোয়ার থেকে নির্বাচন কমিশনের দপ্তর মিছিল করতে চায় বিজেপি। মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। কিন্তু সেই মিছিলের অনুমতি দেয়নি পুলিশ। সেই কারণে বিজেপি আদালতের অনুমতি চেয়ে মামলা করল হাই কোর্টে। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন। ২ এপ্রিলই মামলার শুনানি। অর্থাৎ আদালতের অনুমতির উপরই নির্ভর করছে বুধবার শুভেন্দুদের মিছিল হবে কি না। সময়ের মধ্যে অনুমতি না মিললে সেক্ষেত্রে বিকল্প কর্মসূচি নিতে হবে বিজেপিকে।

(১ম পাতার পর)

মোথাবাড়ি কাণ্ডে কাঁথিতে মিছিলে 'না' পুলিশের, হাই কোর্টের দ্বারস্থ বিজেপি

এর আগে রবিবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার মোথাবাড়ি যাওয়ার জন্য মালদহ গিয়েছিলেন। কিন্তু মোথাবাড়ি এলাকায় প্রবেশের ৭ কিলোমিটার দূরে তাঁকে আটকে দেওয়া হয়েছিল।আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কায় পুলিশ সুকান্তকে সেখানে ঢুকতে দেননি। তা নিয়ে পুলিশের উপর ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি।২ এপ্রিল মামলার শুনানি হতে পারে।

মোথাবাড়ি কাণ্ডে শাসক-পুলিশ যোগসাজশের অভিযোগ তুলে রাজনীতি শুরু করেছে রাজ্য বিজেপি। পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি, শুভেন্দু-গড়ে মঙ্গলবার মিছিল করার কথা ছিল বিজেপি নেতৃত্বের। কিন্তু সেই মিছিলের অনুমতি দেওয়া হয়নি পুলিশের পক্ষ থেকে। আগে থেকে প্রশাসনের কাছে এই মিছিলের কথা জানানো হয়েছিল। কিন্তু গতকাল, সোমবার রাতে সেই মিছিলের অনুমতি বাতিল করা হয়েছে বলে অভিযোগ শুভেন্দুদের।

এবার সেই মিছিলের অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হল বিজেপি। মঙ্গলবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে এই বিষয়ে আবেদন করা হয়। আবেদনে জানানো হয়, ৩ এপ্রিল কাঁথিতে মিছিল করতে চায় বিজেপি। বিচারপতি ঘোষ মামলা গ্রহণ করেছেন। বুধবার, ২ এপ্রিল শুনানি হবে বলে খবর। অন্যদিকে, মোথাবাড়ি যেতে চেয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। তিনি স্রেফ নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে সেখানে যেতে চান বলে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসেই এই আবেদন করা হয়েছে। চলতি সপ্তাহেই এই মামলার শুনানি হবে বলে প্রাথমিক খবর।

(১ম পাতার পর)

মোথাবাড়ি কাণ্ডে কাঁথিতে মিছিলে 'না' পুলিশের, হাই কোর্টের দ্বারস্থ বিজেপি

পর বসিরহাট লোকসভা আসনে উপ নির্বাচন বকেয়া রয়েছে। তা ছাড়া ছাব্বিশের ভোটও আসছে। প্রিয়দর্শিনীর কপালে এ যাত্রায় শিঁকে ছিড়বে কিনা তা কিছুটা হলেও ক্যামাক স্ট্রিটের উপরই নির্ভর করছে।

আড্ডার মেজাজে ছিলেন মেয়র। ববি পরেছিলেন, একটি অফ হোয়াইট কুর্তা আর পাজামা।কুর্তার গলার কাছে এম্ব্রয়ডারি করা বাকিটা সেম্ফ ডিজাইন। আর অতিথিদের অভ্যর্থনা সামলেছেন তাঁর মেয়ে তথা মহিলা তৃণমূলের সম্পাদক প্রিয়দর্শিনী হাকিম। প্রিয়দর্শিনী বরাবরই ফ্যাশন সচেতন। তিনি পরেছিলেন একটি ম্যাজেন্টা রঙের এম্ব্রয়ডারি করা চুড়িদার। হাতে বহুবর্ণ চুড়ি।

আর এসবের মধ্যেই অনন্য উপস্থিতি দেখা গেল এক জনের। তিনি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোমবার ইদের নমাজে যোগ দিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রেড রোডে গিয়েছিলেন অভিষেক। সন্ধেয় দলের প্রবীণ নেতা তথা মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বাড়িতে ইদের দাওয়াতে যাওয়াও ছিল আপাতদর্শনে খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। এর মধ্যে অন্য অর্থ খোঁজা হয়তো অনর্থক ছিল। কিন্তু অধিকাংশ পর্যবেক্ষকের মতে, রাজনীতি কখনওই সরলরেখায় চলে না। হয়তো সেই কারণেই ববির বাড়িতে অভিষেকের উপস্থিতিও এক নয়া জল্পনার বিষয় হয়ে উঠেছে তৃণমূলে।

গত প্রায় চার বছর ধরে ফিরহাদ ও অভিষেকের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই চলছে বলে অনেকের ধারণা। বাইরে থেকে কোনও অশান্তি নেই। কিন্তু একুশের নির্বাচনের পর অভিষেক যেভাবে তৃণমূলে এক ব্যক্তি এক পদ নীতি বাস্তবায়িত করতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন, সংঘাতের শুরু তখন থেকেই। এক প্রকার খোলাখুলিই সেই নীতির বিরোধিতা করেছিলেন ফিরহাদ। তিনি দাবি করেছিলেন, দিদি এমন কোনও শর্তের কথা তাঁকে বলেননি।

তার পর থেকে মেয়রের সঙ্গে অভিষেকের সম্পর্কে শৈত্য চলছিল বলেই আম ধারণা। এমনকি ক্যামাক স্ট্রিটের ঘনিষ্ঠ বৃত্ত থেকে লোকসভা ভোটের পর থেকেই প্রশ্ন তোলা হচ্ছিল, কেন কোনও নেতা এক দফতরে প্রায় একটানা ১৩ বছর থাকবেন। অন্যদের দফতর বদল হলেও তাঁর দফতর বদল হবে না কেন? সেই প্রশ্নের নিশানা কে ছিলেন তা বলাবাহুল্য।

প্রেক্ষাপট যখন এমনই তখন ইদের সন্ধেয় মেয়রের বাড়িতে অভিষেকের উপস্থিতি নিয়ে অনেকেই কৌতূহলী। কেউ মনে করছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাননি, তাই হয়তো অভিষেককে যেতে বলেছেন। কেউ বা মনে করছেন, দক্ষিণ কলকাতার রাজনীতিতে এও এক নয়া মোড়। তৃণমূলের মধ্যে ইদানীং এও আলোচনা রয়েছে যে দলের তিন মন্ত্রী ও এক নেতার উপর অভিষেক বিশেষ প্রীত নন। ফিরহাদের সঙ্গে এই নয়া সখ্য কি সেই উদ্দেশেও কোনও বার্তা কিনা সে ব্যাপারেও কৌতূহল বাড়ছে।

দেশের শিল্পকে রক্ষা করতে নিম্নমানের আমদানী পণ্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে সরকার

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল , ২০২৫

ভারতীয় বাজারে নিম্নমানের আমদানী পণ্যের প্রবেশ রোধ করতে সরকার নানাবিধ উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। দেশের শিল্পকে রক্ষার স্বার্থেই সস্তার নিম্নমানের এই সমস্ত আমদানী পণ্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হচ্ছে। বাণিজ্য বিভাগের অধীনস্ত কার্যালয় ডাইরেক্টরেট জেনারেল অফ ট্রেড রেমিডিস (ডিজিটিআর) মারফৎ আমদানী শুল্ক আইন ১৯৭৫ মোতাবেক এই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। দেশীয় শিল্পগুলির আবেদনের ভিত্তিতে এই তৎপরতা দেখানো হয়েছে। ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বিধিভঙ্গকারী নিম্নমানের আমদানী পণ্যের বিরুদ্ধে ২০৬টি অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে শুল্ক আইনে বাজেয়াপ্ত সামগ্রীর মূল্য ২০৬.৬২ কোটি টাকা।

খাদ্য নিরাপত্তা আইন মোতাবেক খাদ্য দ্রব্য আমদানী পণ্যের ক্ষেত্রে এফএসএসএআই থেকে এনওসি ছাড়পত্র নিতে হয়। তারা সুনির্দিষ্ট গুণমান বজায় রাখছে কি না সেই দিকে তাকিয়েই এই ব্যবস্থা।

পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা, উদ্ভিদ ও জীবজন্তু রক্ষার্থে দেশে এক বিস্তৃত আইনি পরিকাঠামো রয়েছে। দেশীয় উৎপাদকদের স্বার্থরক্ষার পাশাপাশি দেশীয় ক্রেতাদের স্বার্থরক্ষাও এর উদ্দেশ্য। বিআইএস মানক দেশীয় পণ্যের পাশাপাশি আমদানীকৃত পণ্যের ওপরেও অনুরূপভাবে ব্যবহার যোগ্য। এফএসএসএআই-এর নির্ধারিত গুণমান বজায় রাখা হচ্ছে কি না তা সুনিশ্চিত করাই এর উদ্দেশ্য। লোকসভায় আজ এক লিখিত প্রশ্নের উত্তরে একথা জানিয়েছেন শিল্প বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী শ্রী জিতিন প্রসাদ।

সম্পাদকীয়

আগুন লাগার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়, পাথরপ্রতিমার ঘটনায় কী বলল রাজ্য পুলিশ

বাড়িতে মজুত বাজি থেকে বিস্ফোরণ হয়েছে। কিন্তু পাথরপ্রতিমার ঘটনায় আগুন লাগার সঠিক কারণ কী? আগে বাজি থেকে আগুন লেগেছে, তারপর গ্যাস সিলিন্ডার ফেটেছে, নাকি গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুন লেগে তারপর মজুত রাখা বাজিতে বিস্ফোরণ হয়েছে, সেটাই এখন খতিয়ে দেখছে পুলিশ।ইতিমধ্যে কেউ কেউ অভিযোগ করছেন, ঘুষ নিয়ে সকলেই এত দিন চুপ করে বসেছিলেন, না হলে রাজ্যে একের পর এক বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ হচ্ছে তাতেও কারও টনক নড়ল না? এহেন প্রশ্ন-পাল্টা প্রশ্নের আবহেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এসডিও মধুসূদন দাস বলেন, "এটা তো বাড়ি, কারখানা তো নয়। এরকম কিছু এতদিন আমার নজরে আসেনি। এখন এটা তাহলে দেখতে হবে। সেই জন্যেই সবটা খতিয়ে দেখছি যে জিনিসটা কী করে হল! নিশ্চয়ই সবটা লুকিয়ে করা হয়েছে। না হলে এটা হতে পারে না। একটা বাড়ির মধ্যে কারখানা। আদৌ লাইসেন্স ছিল কিনা সেটাও রেকর্ড দেখলে জানা যাবে।"

বস্তুত, সোমবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ আচমকা বিকট শব্দ শোনা যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমার ঢোলাহাট থানার রায়পুরের তৃতীয় ঘেরি এলাকায়। অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ গিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমার বণিক পরিবারের আট সদস্যের। যাঁদের মধ্যে রয়েছে দু'জন সদ্যোজাত-সহ চার শিশুও।

সাংবাদিক বৈঠক করে এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার জানান, ফরেন্সিক টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। শীঘ্রই পুরো বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

রাজ্য পুলিশের তরফে বলা হয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে মনে হয়েছে এটি দুর্ঘটনাই। তবে যা ঘটেছে তা কীভাবে ঘটল, ফরেন্সিক দলের তদন্তের প্রেক্ষিতেই পুরো বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে জানানো হয়েছে। বাজি থেকে বিস্ফোরণ এবং অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বাজি কারখানার মালিক তথা দুই ভাই চন্দ্রকান্ত বণিক এবং তুষার বণিকের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টায় জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। এডিজি দক্ষিণবঙ্গ এও বলেন, এই দুজনের বাড়ির ১০০-২০০ মিটারের মধ্যেই বাজি কারখানা ছিল। কিন্তু বাড়ির মধ্যে কেন বাজি মজুত রাখা হয়েছিল, সে ব্যাপারটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

চন্দ্রনাথ এবং তুষারের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ২৮৭, ২৮৮, ১০৫, ১১০, ১২৫ এবং ৬১ (২) ধারায় এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিস অ্যাক্ট (১৯৫০)-এর ২৪, ২৫ ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত এক্সপ্লোসিভ সাবস্টেন্স অ্যাক্টে কোনও মামলা দায়ের হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ। এডিজি দক্ষিণবঙ্গ জানান, প্রাথমিক তদন্তে তাঁরা জানতে পেরেছে গত ১০ বছর ধরে এই বাজি কারখানা চলছিল। তবে তাদের কী লাইসেন্স ছিল, কারখান বৈধ না অবৈধ, কীসের ভিত্তিতে বাজি মজুত থাকত, গোটা বিষয়টি তদন্তের আওতায় রয়েছে। তাই এখনই কিছু এই ব্যাপারে বলতে পারবেন না।

এই ঘটনায় অন্যতম মূল অভিযুক্ত চন্দ্রকান্ত বণিক ২০২২ সালে অন্য একটি মামলায় গ্রেফতারও হয়েছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, ৬৮.৫ কেজি বাজিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল তাঁর থেকে। তবে আর কোনও মামলা ওই যুবকের বিরুদ্ধে ছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এই ঘটনা ঘটেছে সম্পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞানহীন মনোভাব এবং সচেতনতার অভাবে বলে দাবি করেছে পুলিশ।

সাংবাদিক বৈঠক মারফৎ রাজ্য পুলিশের বক্তব্য, সাম্প্রতিক অতীতে এই ধরনের যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে তা থেকে স্পষ্ট যে, সচেতনতার অভাব রয়েছে। এই ইস্যুতে বাজি প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলির সঙ্গে তাঁরা আলোচনায় বসবেন। প্রথমেই জনবসতি নেই এমন জায়গায় বাজি মজুত করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সেফ স্টোরেজের জায়গা আইডেন্টিফাই করতে হবে।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(একাদশ পর্ব)

আদিবাসীরা তাদের সারনা ধর্মের আমরা বিভক্ত করেছি, সারনা শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রকৃতি। সেই কারণে আজও প্রকৃতির রূপে দিয়ে মাতৃবন্দনায় বন্দিত হয়েছে এইসব জন জাতিরা।জঙ্গলের জিয়ারত দেবী সর্ব দেবতাঃ দেবী মা মনসার জন্ম কাহিনী আমরা যতটুকু জানি।শিবের কন্যারূপে মনসার জন্মকাহিনি এরই ফলশ্রুতি। এর পরেই হিন্দুধর্মের ব্রাহ্মণ্যবাদী মূলধারায় মনসা দেবীরূপে স্বীকৃতিলাভ করেন। ভক্তদের কাছে মা মনসা বিষহরি (বিষনাশকারিণী), জগৎগৌরী, নিত্যা (চিরন্তনী) ও পদ্মাবতী নামেও পরিচিতা। তাঁর পূজা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

ভয়ের পরিবেশ তৈরির চেষ্টা', পাথরপ্রতিমা বিস্ফোরণে NIA তদন্তের দাবি দিলীপের

দিলীপ। তিনি বলেন, "ভোট আসছে। সরকার ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে। সেই কারণেই বাজির নামে বোমার কারখানা চালাচ্ছে।" এরপরই এনআইএ তদন্তের দাবি জানান তিনি। এদিকে তৃণমূলের কথায়, সরকার বিভিন্ন এলাকার বাজি কারখানা বন্ধ করেছে। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন এলাকায় লুকিয়ে অনেকে কারখানা চালাচ্ছে। বিষয়টা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।দিন কয়েকের মধ্যে এলাকায় বাসন্তী পুজো রয়েছে। সেই উপলক্ষে সোমবার রাতে পাথরপ্রতিমার ঢোলাহাট থানা এলাকার বাসিন্দা চন্দ্রকান্ত বণিকের বাড়িতে বেআইনিভাবে বাজি তৈরি হচ্ছিল বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। রাত ন'টা নাগাদ আচমকাই বাজির স্তূপে আগুন ধরে যায়। তা থেকেই বিপত্তি। জানা গিয়েছে, বাড়িতে একাধিক গ্যাস সিলিন্ডার রাখা ছিল। আগুনের তাপে সেগুলি ফাটতে শুরু করে। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে গোটা বাড়ি। বাজি তৈরির সময় বাড়ির শিশুরা ঘুমোচ্ছিল। মহিলারাও তাদের সঙ্গেই ছিল। আচমকা বিস্ফোরণ ঘটায় বাড়িতে থেকে কেউ বেরতে পারেননি। জীবন্ত অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ হন পরিবারের অধিকাংশ সদস্যই। রাতেই শিশু-সহ ৭ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে পুলিশ। একজনকে পাঠানো হয় হাসপাতালে। ভোররাতে মৃত্যু হয়েছে আরও একজনের।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তখন অন্যান্য ভাইরা সবাই পিতা সূর্য দেবের স্মরণাপন্ন হলেন । সূর্য দেব তখন ভগবান শিবের স্মরণাপন্ন হলেন এবং প্রার্থনা করলেন । সূর্য দেবের প্রার্থনা শুনে শনি দেব কে মারার জন্য নন্দী ও বীরভদ্র কে পাঠালেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

অ্যানিমিয়া-মুক্ত ভারত নিয়ে সাম্প্রতিক তথ্য

নতুন দিল্লি, ১ এপ্রিল ২০২৫

ভারত সরকার অ্যানিমিয়া-মুক্ত ভারত গঠনের লক্ষ্যে গর্ভবতী মহিলা, স্তন্যদায়িনী মা ও শিশুদের মধ্যে রক্তাল্পতার প্রাদুর্ভাব কমাতে ৬টি উদ্যোগ নিয়েছে। ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের সপ্তাহে দু-বার করে প্রোফাইল্যাক্টিক আয়রন অ্যান্ড ফলিক অ্যাসিড (আইএফএ) সাপ্লিমেন্টেশন সিরাপ, ৫ থেকে ৯ বছর বয়সী শিশুদের আইএফএ গোলাপী ট্যাবলেট, ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সীদের আইএফএ নীল ট্যাবলেট দেওয়া হয়। প্রজননক্ষম মহিলাদের সপ্তাহে একবার দেওয়া হয় আইএফএ লাল ট্যাবলেট। এছাড়া গর্ভবতী মহিলা ও স্তন্যদায়িনী মায়েদের ১৮০ দিনের জন্য আইএফএল লাল ট্যাবলেট দেওয়া হয়। দেওয়া হয় কৃমিনাশক ওষুধ। অ্যানিমিয়া ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকল অনুযায়ী নিয়মিত ভাবে রক্তাল্পতা পরীক্ষা করা হয়। পুষ্টির অভাব ছাড়া ম্যালেরিয়া, ফ্লুরোসিস, হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি প্রভৃতি অন্য যেসব কারণে রক্তাল্পতা হতে পারে, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তার চিকিৎসা করা হয়।

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় রাজ্যগুলিকে তাদের বার্ষিক কর্মসূচি রূপায়ণ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে অর্থ সাহায্য করা হয়। ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় অ্যানিমিয়া-মুক্ত ভারত কর্মসূচিতে রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য মোট ৮০৫.৯১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

খাদ্য ও গণবন্টন দপ্তরের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে সরকার লোহা, ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন বি ১২-এর মতো ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ পুষ্টিকর চাল, সব রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সুনির্দিষ্ট গণবন্টন ব্যবস্থা (টিপিডিএস), প্রধানমন্ত্রী পোষণ শক্তি নির্মাণ প্রকল্প (পিএম-পোষণ), সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প (আইসিডিএস) এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে সরবরাহ করে। ২০২৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সরকারের প্রতিটি প্রকল্পে শক্তিবর্ধক চাল সরবরাহ সুনিশ্চিত করা হবে।

এই সব চালের গুণমান পরীক্ষার জন্য খাদ্য সুরক্ষা ও নিয়ামক সংস্থা (এফএসএসএআই) অনুমোদিত পরীক্ষাগারগুলির একটি তালিকা প্রকাশ করেছে।

রাজ্যসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী অনুপ্রিয়া প্যাটেল এই তথ্য জানিয়েছেন।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলাপ আলোচনার সম্পর্ক গড়ে তুলতে ভারতের নির্বাচন আয়োগের বৃহত্তম উদ্যোগ

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল , ২০২৫

রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলাপ আলোচনার সম্পর্ক গড়ে তুলতে ভারতের নির্বাচন আয়োগ এক বৃহত্তম উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। দেশজুড়ে নির্বাচনী নিবন্ধীকরণ আধিকারিক(ইআরও), জেলা নির্বাচনী আধিকারিক (ডিইও) এবং মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক স্তরে গত ২৫ দিনে ৩১ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ৪,৭১৯ টি এই জাতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ৪০ টি বৈঠক হয়েছে সিইও স্তরে, ৮০০ টি বৈঠক হয়েছে ডিইও স্তরে এবং ৩,৮৭৯ টি বৈঠক হয়েছে ইআরও স্তরে। এতে রাজনৈতিক দলগুলির ২৮ হাজারেরও বেশি প্রতিনিধি যোগ দিয়েছেন।

মুখ্য নির্বাচন আয়োগ শ্রী জ্ঞানেশ কুমার, নির্বাচন কমিশনার ডঃ সুখবীর সিং সান্ধু এবং ডঃ বিবেক যোশী মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে নতুন দিল্লিতে আইআইআইডিইএম –এ ৪ এবং ৫ মার্চ দুদিনের বৈঠকে এই জাতীয় আলাপ আলোচনা চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।

জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫০ এবং ১৯৫১ সহ নির্বাচন পরিচালন সংক্রান্ত আইন মাফিক বকেয়া যাবতীয় সমস্যার সত্বর মীমাংসার স্বার্থে এই জাতীয় বৈঠকের প্রয়োজন দেখা দেয়। রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সিইও স্তরে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়। আইনি পরিকাঠামোর মধ্যে কোনও অমীমাংসিত বিষয় থেকে গেলে নির্বাচন আয়োগ সে ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেবে।

সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির সদিচ্ছার সঙ্গে এই জাতীয় বৈঠকে অংশ নিয়েছে। বিধানসভা ক্ষেত্র, জেলা এবং রাজ্য স্তরে এই জাতীয় বৈঠকে যথেষ্ঠ উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। দেশব্যাপী এই জাতীয় বৈঠকের ছবি ভারতের নির্বাচন আয়োগের সরকারি সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে পাওয়া যাবে।

জাতীয় কুষ্ঠ নির্মূল কর্মসূচির সাম্প্রতিক তথ্য

নতুন দিল্লি, ১ এপ্রিল ২০২৫

জাতীয় কুষ্ঠ নির্মূল কর্মসূচি হল জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় কেন্দ্রীয় অর্থ সহায়তায় পরিচালিত একটি প্রকল্প। রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি তাদের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি রূপায়ণ প্রকল্প অনুযায়ী প্রস্তাব পাঠায়, সেই অনুসারে তাদের চাহিদা ও সক্ষমতা মাফিক অর্থ বরাদ্দ করা হয়। ভারত জাতীয় স্তরে কুষ্ঠ রোগ নির্মূলের সাফল্য অর্জন করেছে। ২০০৫ সালের হিসাব অনুযায়ী এখানে প্রাদুর্ভাবের হার প্রতি ১০ হাজারে একেরও কম। ২০২৭ সালের মধ্যে কুষ্ঠ রোগের সংক্রমণ শূন্যে নিয়ে আসার লক্ষ্যে ভারত সরকার ২০২৩ সালের ৩০ জানুয়ারি কুষ্ঠ রোগের জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা ও পথনির্দেশিকা জারি করেছে। এর আওতায় যে সব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা হল:

• কুষ্ঠ রোগের জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা ও পথনির্দেশিকা ২০২৩-২৭ এবং জীবাণু সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য জাতীয় নির্দেশিকা ২০২৩ সালের ৩০ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়েছে।

• শহর ও গ্রামাঞ্চলে কুষ্ঠ রোগ সনাক্তকরণ অভিযান চলছে। এর আওতায় আশাকর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীরা নিয়মিত ভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে কুষ্ঠ রোগ সনাক্তকরণের চেষ্টা চালাচ্ছে।

• কুষ্ঠ রোগ সনাক্তকরণ অভিযানকে রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম এবং রাষ্ট্রীয় কিশোর স্বাস্থ্য কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

• ৩০ বছরের বেশি বয়সীদের মধ্যে এই রোগের অনুসন্ধানের জন্য আয়ুষ্মান ভারত যোজনার আওতায় সার্বিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার অধীনে একে যুক্ত করা হয়েছে।

• কুষ্ঠ রোগীর সঙ্গে কাদের যোগাযোগ হয়েছে তা চিহ্নিত করা হয় এবং সংক্রমণ শৃঙ্খল ভাঙতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

• প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়া হয়।

• সব জেলা হাসপাতাল / মেডিকেল কলেজ / কেন্দ্রীয় কুষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে পুনর্গঠনমূলক অস্ত্রোপচার করা হয় এবং প্রত্যেক রোগীকে এজন্য ১২ হাজার টাকা কল্যাণ ভাতা দেওয়া হয়।

এপ্রিল, ২০২৫-এ "উপভোক্তা সেবা মাস"-এর সূচনা করল বিএসএনএল

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল, ২০২৫

দেশের সরকারি টেলি-যোগাযোগ সংস্থা ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড (বিএসএনএল) এপ্রিল, ২০২৫-কে "উপভোক্তা সেবা মাস" হিসেবে চিহ্নিত করেছে। উপভোক্তাদের মতামত সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং তাঁদের সঙ্গে সংযোগ নিবিড়তর করার জন্যই এই কর্মসূচি। পরিষেবার ক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়াতে নতুন করে উদ্যোগী হয়েছে বিএসএনএল। গ্রামাঞ্চল, শহরাঞ্চল এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্র সহ সমস্ত পরিসরের উপভোক্তাদের মোবাইল পরিষেবা দক্ষতর করা, বিল সংক্রান্ত বিষয়টিতে স্বচ্ছতা আনার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগের নিষ্পত্তি দ্রুততার সঙ্গে করা এই কর্মসূচির লক্ষ্য। এই মাসে ওয়েবসাইট, সামাজিক মাধ্যম, লিখিত ফর্ম এবং সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে উপভোক্তাদের মতামত সম্পর্কে অবহিত হওয়ার বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে বিএসএনএল।

সংস্থার আইটিএস বিভাগের সিএমডি শ্রী এ রবার্ট জে রবি জানিয়েছেন, বিএসএনএল-এর নেটওয়ার্ক যথার্থভাবেই স্বদেশজাত। প্রতিটি গ্রাহক তাদের কাছে মূল্যবান। পরিষেবা প্রদানে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী এই সংস্থা।

গ্রামাঞ্চলে পেশাদার চিকিৎসকদের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগ

নতুন দিল্লি, ১ এপ্রিল ২০২৫

দেশে বর্তমানে ৭৪,৩০৬টি স্নাতকোত্তর এবং ১,১৮,১৯০টি এমবিবিএস আসন রয়েছে।

ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের (এনএমসি) দেওয়া তথ্য অনুসারে দেশে মোট ১৩,৮৬,১৫০ জন নথিভুক্ত অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার রয়েছেন। আয়ুষ মন্ত্রক জানিয়েছে, আয়ুষ চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করেন ৭,৫১,৭৬৮ জন নথিভুক্ত চিকিৎসক। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, নথিভুক্ত অ্যালোপ্যাথিক ও আয়ুষ চিকিৎসকদের ৮০ শতাংশ বর্তমানে চিকিৎসা করছেন, তাহলে দেশে চিকিৎসক ও জনসংখ্যার অনুপাত দাঁড়ায় ১:৮১১।

দেশে পেশাদার চিকিৎসকদের সংখ্যা বাড়াতে সরকার যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে তা হল –

• জেলা / রেফারেল হাসপাতালগুলিকে উন্নীত করে নতুন মেডিকেল কলেজ গড়ে তোলা হচ্ছে। এমন ১৫৭টি মেডিকেল কলেজ গড়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১৩১টি চালু হয়ে গেছে।

• বর্তমান রাজ্য সরকার / কেন্দ্রীয় সরকারের মেডিকেল কলেজগুলিকে উন্নীত করে এমবিবিএস এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আসন সংখ্যা বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

• প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনা (পিএমএসএসওয়াই)-এর আওতায় সরকারি মেডিকেল কলেজগুলিতে সুপার স্পেশালিটি ব্লক নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই ধরনের ৭৫টি প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। এর মধ্যে ৭১টি কাজ শেষ হয়েছে।

• নতুন এইমস স্থাপনের কেন্দ্রীয় প্রকল্পের আওতায় ২২টি এইমস-এর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১৯টিতে স্নাতক স্তরের কোর্স চালু করা হয়েছে।

গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকায় চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়াতে সরকার যেসব উদ্যোগ নিয়েছে তা হল –

• স্বাস্থ্য পরিষেবাকে গ্রামের মানুষের নাগালের মধ্যে আনতে এমবিবিএস পাঠ্যসূচিতে পরিবার দত্তক গ্রহণ কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর আওতায় মেডিকেল কলেজগুলি বিভিন্ন গ্রামকে দত্তক নেয়। এমবিবিএস-এর পড়ুয়ারা সেই সব গ্রামের এক একটি পরিবারকে দত্তক নেন।

• জেলা আবাসিক কর্মসূচির আওতায় মেডিকেল কলেজগুলির স্নাতকোত্তর স্তরের দ্বিতীয় / তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়াদের জেলা হাসপাতালগুলিতে নিয়োগ করা হয়।

• গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকায় থেকে চিকিৎসা করার জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের হার্ড এরিয়া ভাতা প্রদান করা হয়।

• গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকায় সিজারিয়ান অপারেশনের জন্য স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও অ্যানাস্থেটিস্টদের অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া হয়।

• সদ্যোজাতদের সঠিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য চিকিৎসক ও নার্সদের বিশেষ উৎসাহ ভাতা দেওয়া হয়। এছাড়া যৌন স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রসারে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়।

• বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের জন্য রাজ্যগুলি নিজেরাই বেতনক্রম ঠিক করতে পারে।

• অর্থ ছাড়াও গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকায় চিকিৎসা করার জন্য স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

• বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের অভাব পূরণে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় চিকিৎসকদের বিভিন্ন ধরনের কাজে দক্ষ করে তোলা হয়। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে মানব সম্পদের দক্ষতার ক্রমোন্নয়ন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অন্যতম প্রধান কৌশল।

রাজ্যসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী অনুপ্রিয়া প্যাটেল এই তথ্য জানিয়েছেন।

সিনেমার খবর

রাশমিকার মেয়ের বিপরীতেও আমি অভিনয় করব: সালমান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বলিউড ভাইজান সালমান খানের সিনেমা সিকান্দার মুক্তি পেতে যাচ্ছে আসন্ন ঈদে। যেখানে তার বিপরীতে অভিনয় করেছেন দক্ষিণী জনপ্রিয় অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানা। প্রথমবারের মতো জুটি বেঁধে পর্দায় কাজ করল এই দুই তারকা।

সালমান খানের বয়স যেখানে ৫৯ বছর সেখানে রাশমিকার বয়স মাত্র ২৮। ৩১ বছরের এই লম্বা বয়সের ফারাক বহু দর্শককে অস্বস্তিতে ফেলেছে। সিকান্দর - এর প্রথম ঝলক মুক্তির পর থেকেই নিন্দুকসহ নেটপাড়ার একটি বড় অংশ এই বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য শুরু করেছে। কেউ কেউ তাদের জুটিকে অসম বলেও মন্তব্য করেছে।

সম্প্রতি 'সিকান্দার'-এর ঝলক মুক্তির অনুষ্ঠানেও বয়সের পার্থক্য নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হন সালমান। যেখানে ভাইজানের জবাব শুনে হাসির রোল পড়ে গেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

মঞ্চে তখন 'সিকান্দার'-এর পরিচালক, প্রযোজক থেকে শুরু করে ছবির কলাকুশলীরা দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যমণি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সালমান। পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন রাশমিকা। প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হতেই এক সাংবাদিক সালমানকে তার ও রাশমিকার বয়সের পার্থক্য নিয়ে প্রশ্ন করে বসেন। জবাবে মজার সুরে সালমান বলেন, 'যখন আমার সঙ্গে এই বয়সের পার্থক্য নিয়ে নায়িকার নিজের কোনও সমস্যা হচ্ছে না, তখন আপনার কেন এত সমস্যা হচ্ছে বলুন তো?'

এরপর অভিনেতা যোগ করেন, 'আর একটা কথা...যখন রাশমিকা বিয়ে করবে, তার সন্তান হবে...সেই মেয়ের বিপরীতেও আমি পর্দায় অভিনয় করব। আমি নিশ্চিত মেয়ের মা-এর অনুমতি পেয়ে যাব।'

সালমানের কথা শেষ হতেই সবাই হাসিতে ফেঁটে পড়েন।

ভীষণ খুশি মিমি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

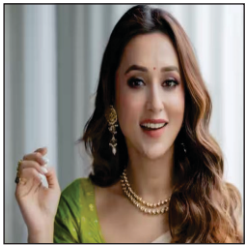

সম্প্রতি 'ডাইনি' ওয়েব সিরিজের নেপথ্য কাহিনী শোনালেন টালিউড অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। ভারতীয় গণমাধ্যম আনন্দবাজারকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী জানালেন ওয়েব সিরিজটি নিয়ে নানা কথা। সেখানে মেয়েদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিও উঠে এসেছে। মিমি কি 'ডাইনি'? এমন প্রশ্নের উত্তরে অভিনেত্রী বলেন, বলব না। সিরিজ দেখতে হবে।

'ডাইনি'তে মারপিট, রক্ত, ভালো লাগে অভিনয় করতে? মিমি বলেন, সত্যি কথা বলতে— আমি এ ধরনের মারপিটের দৃশ্যে খুব সাবলীল। আমার ভালো লাগে। প্রচুর রিহার্সাল করেছি আমরা। 'ডাইনি'চ্যালেঞ্জিং মনে হয়েছিল না কি আত্মবিশ্বাসের পাল্লা ভারি— এমন প্রশ্নে মিমি বলেন, ইন্ডাস্ট্রিতে ১৫ বছর পার করে ফেলেছি। এখন এ ধরনের চরিত্রে অভিনয় করব না তো আর কবে করব? আমার কাছে এ ধরনের চরিত্রে অভিনয় চ্যালেঞ্জিং নয়, বরং ভালোই লাগে এ ধরনের চরিত্রে অভিনয় করতে। এ ধরনের চরিত্র যে লেখা হচ্ছে এখন, তাতে আমি ভীষণ খুশি। লোকে যে কেন ভাবে আমি এ ধরনের চরিত্রে অভিনয় করতে চাই না!

সেরা সিনেমা 'বহুরূপী' অভিনেত্রী শুভশ্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কলকাতার 'জয় ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডস বাংলা ২০২৫'-এ সেরা সিনেমার পুরস্কার জিতেছে নির্মাতা জুটি নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চলচ্চিত্র 'বহুরূপী'। সেরা পরিচালকের পুরস্কারও পেয়েছেন নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ। ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয়ের সুবাদে সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন শিবপ্রসাদ।

মঙ্গলবার রাতে কলকাতার একটি পাঁচ তারকা হোটেলে জমকালো আয়োজনে পুরস্কার ঘোষণা করেন ফিল্মফেয়ার কর্তৃপক্ষ। এদিন রাতে সেরা সিনেমা, সেরা অভিনেতা, সেরা অভিনেত্রীসহ মোট ২৫ বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। আসরে যুগ্মভাবে সেরা সিনেমার (সমালোচক) পুরস্কার পেয়েছে 'চালচিত্র এখন' ও 'মানিকবাবুর মেঘ'। 'বাবলি' সিনেমায় অভিনয় করে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন শুভশ্রী গাঙ্গুলি। সেরা অভিনেতার বিভাগে (সমালোচক) যুগ্মভাবে পুরস্কার পেয়েছেন অঞ্জন দত্ত (চালচিত্র এখন) ও অভিনন্দন ব্যানার্জি (মানিকবাবুর মেঘ)। সেরা অভিনেত্রী বিভাগে (সমালোচক) পুরস্কার পেয়েছেন মমতা শংকর (বিজয়ার পরে)। এবারের আসরে ঢাকার শিল্পীদের মধ্যে জয়া আহসান, মোশাররফ করিম ও চঞ্চল চৌধুরী মনোনয়ন পেয়েছিলেন। তবে পুরস্কার পাননি।

কলকাতাকে হারিয়ে যে রেকর্ড গড়লো মুম্বাই

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

এ বারের আইপিএলে প্রথম জয় পেল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। কলকাতা নাইট রাইডার্সকে ৪৩ বল বাকি থাকতে ৮ উইকেটে হারাল মুম্বাই। যে ম্যাচ জেতার সঙ্গে সঙ্গেই রেকর্ড গড়লো মুম্বাই। ভেঙে দিল কলকাতারই রেকর্ড।

গতকাল সোমবারের ম্যাচটি ছিল ওয়াংখেড়েতে। যে মাঠে মুম্বাই ৫৩তম ম্যাচ জিতল। আইপিএলের কোনো দলের একটি মাঠে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ জয়ের রেকর্ড এটি। ভেঙে গেল কেকেআরের রেকর্ড। একটি মাঠে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ জেতার রেকর্ডটি ছিল কলকাতার। ইডেনে ৫২টি ম্যাচ জিতেছে তারা। যে রেকর্ড ভেঙে গেল সোমবার।

এ বারের আইপিএল শেষে এই রেকর্ড আবার ভেঙে যেতে পারে। কেকেআর এবং মুম্বাইয়ের ঘরের মাঠে ছ'টি করে খেলা বাকি। সেই সঙ্গে চেন্নাই সুপার কিংস চিপকে ৫১টি ম্যাচ জিতেছে। ফলে তাদেরও সুযোগ রয়েছে বাকি দু'জনকে টপকে যাওয়ার।

কলকাতার পরের ম্যাচ ইডেনে। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে খেলবে তারা। লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধেও ৮ এপ্রিল কলকাতায় খেলবে কেকেআর। মুম্বাইয়ের পরের ম্যাচ লখনউয়ের বিরুদ্ধে সেটি ঘরের মাঠে নয়। ফলে মুম্বাই ঘরের মাঠে পরের ম্যাচ খেলতে নামার আগেই কেকেআর তাদের টপকে যেতে পারে।

ওয়াংখেড়েতে কলকাতাকে ১০ বার হারিয়েছে মুম্বাই। একটি মাঠে কোনো নির্দিষ্ট দলের বিরুদ্ধে এটাই সবচেয়ে বেশি জয়। এর আগে কলকাতা ইডেনে পাঞ্জাব কিংসকে ৯ বার হারিয়েছিল। সেই রেকর্ডও ভেঙে গেল সোমবার।

ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ১১৬ রান করে কলকাতা। অশ্বনী কুমার অভিষেক ম্যাচেই চার উইকেট নেন। মুম্বাইয়ের এই বাঁহাতি পেসারের দাপটেই চাপে পড়ে যায় কলকাতা। অল্প রান তাড়া করতে নেমে মুম্বাই মাত্র দু'উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায়।

২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট পেল নিউজিল্যান্ড

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ওশেনিয়া অঞ্চল থেকে ২০২৬ সালে অনুষ্ঠেয় আগামী ফিফা বিশ্বকাপে সরাসরি অংশ নেবে নিউজিল্যান্ড। এই নিয়ে তৃতীয়বারের মতো ফুটবলের সর্বোচ্চ আসরের মূল পর্বে খেলতে যাচ্ছে তারা। এর আগে ১৯৮২ ও ২০১০ সালে তারা পেয়েছিল বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের সুযোগ। ওশেনিয়া অঞ্চলের বাছাইপর্বের ফাইনালে ঘরের মাঠে অকল্যান্ডে তারা ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে নিউ ক্যালিডোনিয়াকে। সবগুলো গোলই আসে ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে। ৬১তম মিনিটে ডিফেন্ডার মাইকেল বক্সাল এগিয়ে দেন দলকে। পাঁচ মিনিট পর ব্যবধান বাড়ান উইঙ্গার কস্টা বারবারুসেস। আর ৮০তম মিনিটে বদলি উইঙ্গার এলাইজাহ জাস্ট নিশ্চিত করেন অল হোয়াইটদের বড় জয়।

বিশ্বকাপের আগের তিন আসরের মহাদেশীয় বাছাইপর্বে সেরা হয়েছিল নিউজিল্যান্ড। কিন্তু চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নিতে পারেনি তারা। প্রতিবারই আন্তঃমহাদেশীয় প্লে-অফ পর্বে গিয়ে বাদ পড়েছিল দলটি।

৩২ দল নিয়ে আয়োজিত আগের বিশ্বকাপগুলোর জন্য ওশেনিয়া অঞ্চল থেকে সরাসরি কোনো টিকিট ছিল না। বাছাইয়ে সেরা হওয়া দলকে আন্তঃমহাদেশীয় প্লে-অফ খেলে মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে হতো। তবে ৪৮ দল নিয়ে অনুষ্ঠেয় আগামী আসরের জন্য পাল্টে গেছে নিয়ম। একটি দলের সরাসরি সুযোগ মিলেছে। সেই সুবাদে নিউজিল্যান্ড উঠে গেছে বিশ্বকাপে।

যৌথ আয়োজক হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো সরাসরি খেলবে ২০২৬ বিশ্বকাপে। এশিয়া অঞ্চল থেকে বাছাইপর্বের বাধা পেরিয়ে প্রথম দল হিসেবে গত সপ্তাহে বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করেছে জাপান। দ্বিতীয় দল হিসেবে বাছাইয়ের চ্যালেঞ্জ উৎরে তাদের সঙ্গী হয়েছে নিউজিল্যান্ড।

শৌখিন ফুটবলারদের নিয়ে গড়া নিউ ক্যালিডোনিয়া আরও একটি সুযোগ পাচ্ছে বিশ্বকাপে ঠাঁই নেওয়ার জন্য। আগামী বছরের মার্চে ছয় দল নিয়ে অনুষ্ঠেয় আন্তঃমহাদেশীয় প্লে-অফ পর্বে খেলবে তারা।

টেন্ডুলকারের সঙ্গে বসে কী খেলেন বিল বিল গেটস?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস তিন বছরের মধ্যে এ নিয়ে তৃতীয়বার ভারতে গিয়েছেন। এবার গিয়েছেন তাঁর গেটস ফাউন্ডেশনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে। যুক্তরাষ্ট্রের এই ধনকুবের এবারের ভারত সফরে টেন্ডুলকারের সঙ্গে বিশেষ তিন মুহূর্তের ভিডিও নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে পোস্ট করেন। টেন্ডুলকারও তিনটি ভিডিও পোস্ট করেন তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে।

চার দিন আগে গেটস ও টেন্ডুলকারের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যায়, দুজন একসঙ্গে বসে একই খাবার খাচ্ছেন। পাত্রের ওপর রাখা খাবারটি দেখতে অনেকটাই বার্গার ও স্যান্ডউইচের মতো। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, বেশ মজা করে খাচ্ছেন দু'জন।

ভিডিওর স্ক্রিনে লেখা, 'সার্ভিং সুন।' গেটসের পোস্ট করা এই ভিডিওর ক্যাপশনে লেখা, 'কাজে নামার আগে স্ন্যাক ব্রেক।' তা, কাজটা কী, সেটা নিয়ে গেটস নিজের ব্লগে লিখেছেন, 'আমি নতুন আইডিয়া নিয়ে ফিরেছি। কারণ, ভারত স্মার্ট ও উচ্চাভিলাষী মানুষে পরিপূর্ণ, যেখানে বিশ্বের সবচেয়ে কঠিন কিছু সমস্যা লোকে সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে মোকাবিলা করছে।'

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR